দৈনিক খবর

তারিখ 11 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

36

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে গত বুধবার বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও সেমিনারে বক্তারা নিরক্ষরতাকে একটি অভিশাপ হিসেবে আখ্যায়িত করে বাংলাদেশকে নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সকল সচেতন নাগরিক, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতি শিক্ষাকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করার জন্যে অবদান রাখার আহবান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে, আমাদের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা উন্নত মানব সম্পদে রূপান্তরিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে বর্তমানে একটি সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দাবী করেন যে, এ কারণে শিক্ষিতের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে না পারলে দেশকে কখনও উন্নত করে তোলা যাবে না। যে দেশে শিক্ষিতের হার বেশী, সে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারাও ততো গতিশীল। আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্যে যে সমস্ত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা ঈপ্সিত ফল প্রসব করতে না পারার পেছনে ব্যাপক নিরক্ষরতাই অন্যতম প্রধান কারণ। তাই দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পেতে হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যেও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, এ লক্ষ্যে সরকারী মহলের প্রয়াস শুধু কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। তার বাস্তব প্রতিফলন কদাচিত ঘটতে দেখা যায়।

'সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী' নামে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে, তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হলে সরকারকেই ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করলেও এর বাস্তবায়নের জন্যে গৃহীত পদক্ষেপ খুবই হতাশাব্যঞ্জক। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে কাংখিত অগ্রগতি অর্জিত না হলে জাতি কখনও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। সেমিনারে কিংবা রেডিও-টিভিতে যতই গালভরা বাণী শোনানো হোক না কেন- প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটি করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সরঞ্জামসহ প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে গ্রামের গরীব কৃষকদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে আনায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সবার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা যাবে না। তাই আমরা উর্ধ্বতন সরকারী মহলকে বক্তৃতা-বিবৃতিদানের পাশাপাশি বাস্তব অগ্রগতি হাসিলের জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। মনে রাখা দরকার যে, কোনো দিবস উদযাপন উপলক্ষে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান কিংবা বাণী বিতরণ করা সহজ হলেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ফলপ্রসূ অগ্রগতি হাসিল করে সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু এ কাজটা যতই কঠিন হোক- সরকার কত দ্রুত এ কর্মসূচীর বাস্তবায়নে সক্ষম হবেন, তার ওপরই সরকারের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে।

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করা তথা শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করেন। এটি একান্তভাবেই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা ছাড়া কোনো সরকারই নিজের সাফল্য দাবী করতে পারে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বিগত সরকারের মতো বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারও এসব মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক কোনো অগ্রগতি আজ পর্যন্ত হাসিল করতে পারেননি। বরং জনসাধারণের ৫টি মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেতে সরকারের ব্যর্থতাই নজরে পড়ছে। অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখ করার মতো কোনো অগ্রগতি গত আড়াই বছরে অর্জিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস গোটা জাতিকে এমনকি শিক্ষক সমাজকেও ঘোর হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক সহিংসতা ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ফেডারেশন যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তার মধ্যদিয়েই সরকারের ব্যর্থতা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ ব্যর্থতা সম্পর্কে সরকারের উর্ধ্বতন মহল কতটা সজাগ ও সচেতন আছেন তা বলা দুষ্কর। তবে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ফেডারেশনের উত্থাপিত অভিযোগগুলোর সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত প্রতিকারের লক্ষ্যে আন্তরিক উদ্যোগ নিতে অধিক বিলম্ব করলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবার আশংকা রয়েছে। তাই উল্লিখিত বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা সরকারের আশু মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে গৃহীত নীতিমালার বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা আছে বলে আমরা মনে করি না। এ ব্যাপারে যেটি আশু করণীয় তাহলো- প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটি করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে শুধু অঙ্গীকার ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়- অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্যে চাই বাস্তব পদক্ষেপ ও ব্যাপক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকার তার অঙ্গীকার পূরণে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতাও আপনাআপনি গড়ে উঠবে।